অযোঘ তোমার শক্তি-বলে "মাঠের রাখাল" হইল কবি
দস্যু হইল, পরম ভক্ত, রহিল তাহার কীর্ত্তি-ছবি।
"অন্তর মম বিকশিত কর" বলিয়া "রবি" গাহিল গান;
তোমারেই শুধু চাহিত "দ্বিজ" "চাহেনি অর্থ চাহেনি মান"
ভেঙ্গে গেছে আজ বালির বাঁধ, কেটে গেছে মোহ-ঘুম-ঘোর,
লুপ্ত চেতনা, বক্ষে ধরিয়া, এসেছি জননি, নিকটে তোর।

কি বোল বলিয়া জানাব তোমা কি গান গাহিয়া ডাকিব মা ?
তুমি যে আমার অতি আপনার কিছুই আমি মা জানি ত না,
দাও মা খুলিয়া চ'খের ঠুলি, আসুক আমাতে জ্ঞানের আলোক,
হেরিয়া আমার, জননী-চরণ, উঠুক হৃদয়ে ভকতি-পুলক।
ভেঙ্গে গেছে আজ বালির বাঁধ, কেটে গেছে মোহ-ঘুম-ঘোর,
লুপ্ত চেতনা, বক্ষে ধরিয়া, এসেছি জননি, নিকটে তোর।

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী, 'B' শাখা।

বাণীর বিকাশ।

কিসের অঙ্গন-মাঝে সহসা কেন গো আজি
ঝঙ্কারিল সপ্তসুরে বীণ ?
ছিন্ন জীবন-তারে কে তুমি আঘাতি কেন
তুলিবারে চাও কণ্ঠ ক্ষীণ ?
না, না আজি বেজে গেছে শেষ ঘণ্টা আরতির
ঝ'রে গেছে শেষ অশ্রুনীর ;
রুদ্ধ হৃদয়ের পুরে ব'সে আছি সাধনায়
প্রাণ আজ নহে ত অধীর।
প্রতীক্ষায় পথপানে চেয়ে আজ অন্ধ আমি
তবু তোর নাহি দরশন—

সহসা একি এ আজ খুলে গেল হৃদিদ্বার
একি আজ কা'র পরশন !
কাহার বন্দনাগীতি সুরলয়-সমতান
ভ'রে গেল সারা প্রাণপুর,
সাধের সাধনা ভাঙ্গি টুটে গেল অভিমান
হ'লো পুনঃ পরাণ বিধুর।
কুহকের মন্ত্রসম খুলে গেল আঁখি মোর
পরশনে তব পদ্মপাণি,
কুহেলি হইল ভোর শত আঁখি ভ'রে আজ
হেরি তোমা মাতা বীণাপাণি।
মন্দার-মালিকা নাই কোথা পাব পারিজাত
সাজাতে ও রাতুল চরণ,
বুকভরা দুঃখ শুধু আঁখিভরা অশ্রুধার
ও চরণে কর মা গ্রহণ।
গাহেনা হৃদয়তন্ত্রী সব আজ হীন ক্ষীণ,
রুদ্ধ আজ আমন্ত্রণ-বীণ ;
করুণ মূর্চ্ছনা যত বেসুরো রাগিণী সম,
সব আজ হইয়াছে লীন।
বাজিয়া উঠুক্ আজ সারা বঙ্গবাসি-প্রাণে—
তোমার ও বীণার ঝঙ্কার,
নিবিড় হৃদয়-তলে সব রব শান্ত করি—
আলোড়িত হউক ওঁঙ্কার।

শ্রীবিষ্ণুপদ দাস,
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী, 'A' শাখা।